কপিরাইট কি?

মানব মন, সৃজনশীলতা ও সংস্কৃতি থেকে যে সব মেধাসম্পদের উৎপত্তি হয় তার আইনগত সুরক্ষা হলো কপিরাইট ।এক্ষেত্রে মেধা সম্পদের ওপর দু'টি অধিকার জন্মায়ঃ

(১) আর্থিক অধিকার । (২) নৈতিক অধিকার ।

এ অধিকারসমূহ কপিরাইট এর মাধ্যমে আইনগত স্বীকৃতি পায়; যা প্রণেতা বা তাঁর উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হন ।

মেধাসম্পদ সংরক্ষণের উপকারিতাঃ

১। **আর্থিক উপকারিতা-** সৃজনশীল কর্ম (মেধাসম্পদ) বিভিন্ন পন্থায় পুনরুৎপাদন, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার ।

২। **নৈতিক অধিকার-** আবহমান কাল ধরে কর্মের প্রণেতা হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি ।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আওতাভূক্ত মেধাসম্পদ সমূহঃ

- কম্পিউটার সফ্টওয়্যার
- মোবাইল অ্যাপস্
- কম্পিউটার গেইম
- সঙ্গীতকর্ম
- ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগসহ অন্য কোন মাধ্যম
- শিল্পকর্ম
- বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার
- চলচ্চিত্রকর্ম
- নাট্যকর্ম
- রেকর্ডকর্ম
- সাহিত্যকর্ম

মেধাসম্পদ সংরক্ষণে করণীয়ঃ

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে মেধা সম্পদের আইনগত সুরক্ষা ও স্বীকৃতি পাওয়া যায়। যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দু'ভাবে করা যায়ঃ (১) ই-কপিরাইট সিস্টেমে অনলাইনে আবেদন ।(২) কপিরাইট অফিসের নির্ধারিত ফরম জমার মাধ্যমে আবেদন।

ই-কপিরাইট সিস্টেমে অনলাইন আবেদন পদ্ধতিঃ

১। কপিরাইট অফিসের *http://www.copyrightoffice.gov.bd/* ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর **"অনলাইন আবেদন"** শীর্ষক অপশনে ক্লিক করতে হবে।

২। **"অনলাইন আবেদন"** শীর্ষক অপশনে ক্লিক করলে আপনি কপিরাইট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হোমপেইজ-এ প্রবেশ করবেন।

ই-কপিরাইট সিস্টেমে অনলাইন আবেদন পদ্ধতিঃ

৩। কপিরাইট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হোমপেইজ-এ প্রবেশ করে আপনি **"প্রবেশ করুন"** নামক অপশনে ক্লিক করলে লগইন পেইজ পাবেন। এখন লগইন এর জন্য আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করুন বাটনে ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণের প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন নাম, মোবাইল নং, ই-মেইল, পাওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, একবার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করলে ভবিষ্যতে আপনি Same ই-মেইল বা মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অন্য যে কোন কর্মের আবেদন করতে পারবেন।

৪। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার ই-মেইল কিংবা মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করলে ফরম-২ বা আবেদনপত্রের প্রথম Pageদেখতে পাবেন। এ Page-এ আপনাকে ট্রেজারি চালান এবং স্বাক্ষরের স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে এবং বিভিন্ন কলামের প্রয়োজনীয় তথ্য Fill-up করতে হবে কিংবা অপশন অনুযায়ী নির্ধারিত বাটন সিলেক্ট করতে হবে।

ই-কপিরাইট সিস্টেমে অনলাইন আবেদন পদ্ধতিঃ

৫। প্রথম Page সম্পন্ন হওয়ার পর **"আপনি কি সংরক্ষণ করতে চান"** অথবা **"সংরক্ষন করে অগ্রসন হউন"** নামক দুটি অপশন পাবেন। **"আপনি কি সংরক্ষণ করতে চান"** অপশনে ক্লিক করে তথ্যগুলো সংরক্ষন করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন বা এডিট করে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন।

অথবা

"সংরক্ষন করে অগ্রসন হউন" নামক অপশনে ক্লিক করলে আপনি আবেদনপত্রের দ্বিতীয় Page পাবেন। এখানে আপনাকে আপনার ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং কর্মের সফ্ট কপি (সফ্টওয়্যারের ক্ষেত্রে ভিজুয়াল পার্ট ও ব্যবহার উপযোগিতা) আপলোড করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কলাম পূরণ করতে হবে কিংবা প্রদত্ত অপশন থেকে নির্ধারিত বাটন সিলেক্ট করতে হবে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে হস্তান্তর দলিল, উত্তরাধিকারী সনদ, সম্মতিপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, মেমোরেন্ডামের মালিকানা স্বত্ব বন্টনের অংশ, টিন সার্টিফিকেট, প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র এবং নিয়োগপত্রের স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে ।

ই-কপিরাইট সিস্টেমে অনলাইন আবেদন পদ্ধতিঃ

৬। যদি কোন মন্তব্য থাকে তা উল্লেখ করে, আপনি আপনার আবেদন সংরক্ষনের জন্য**"সংরক্ষণ করুন"** কিংবা দাখিলের জন্য**"দাখিল করুন"** অপশন সিলেক্ট করতে পারবেন। সর্বশেষ আপনি সনদ বাংলায় নাকি ইংরেজিতে চান নির্ধারিত অপশন ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে।

৭। সংরক্ষণ করলে পরবর্তীতে আপনি আবেদনপত্র এডিট করে দাখিল করতে পারবেন। আর যদি দাখিল করেন তাহলে ছবিসহ আবেদনের কপি স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। এটা আপনি প্রিন্ট অথবা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং তাৎক্ষনিকভাবে আপনার ই-মেইল এবং মোবইলে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রাপ্তিস্বীকার বার্তা পৌঁছে যাবে।

রেজিস্ট্রেশন অপেক্ষাকাল ও সনদ ইস্যুঃ

কপিরাইট আইন বিধিমালা ৪(৪) রেজিস্ট্রার যদি আবেদনপ্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এইরূপ নিবন্ধন সম্পর্কে কোন আপত্তি না পান এবং তিনি যদি আবেদনে বিধৃত তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন ,তাহলে উক্ত বিবরণসমূহ রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ৫৬(২) ধারা মোতাবেক মেধা সম্পদের মালিকানার স্বীকৃতি হিসেবে কপিরাইট সনদ ইস্যু করা হবে।

অপরাধ এবং শাস্তি

কপিরাইট আইন ধারা (৮৪) **কম্পিউটার প্রোগ্রামের লংঘিত কপি প্রকাশ, ব্যবহার, ইত্যাদির অপরাধ**। যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন কম্পিউটার প্রোগ্রাম এর লংঘিত কপি অনুলিপি করিয়া যে কোন মাধ্যমে প্রকাশ, বিক্রয় বা একাধিক কপি বিতরণ করেন, তাহা হইলে তিনি অনুর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্যুন ছয় মাস মেয়াদের কারাদন্ডে এবং অনূর্ধ্ব চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(খ) কম্পিউটারে কোন লংঘিত কপি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা অনূর্ধ্ব তিন লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালতের সন্তুষ্টিমতে প্রমাণিত হয় যে, কম্পিউটার প্রোগ্রামটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ধারায় মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে লঙ্ঘিত হয় নাই, তাহা হইলে অন্যূন তিন মাস মেয়াদের কারাদন্ডে এবং অন্যূন পঁচিশ হাজার টাকার অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে ।

মেধাসম্পদ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

(১) কপিরাইট বোর্ডের নিকট অভিযোগ দাখিল ।

(২) টাস্কফোর্স এর সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট এর নিকট অভিযোগ দাখিল ।

(৩) পুলিশ এর নিকট অভিযোগ দাখিল ।

(৪) দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ দাখিল ।

(৫) ফৌজদারি আদালতে অভিযোগ দাখিল ।